বাঙলা নাট্য অভিনয়ে প্রথম নিষেধাজ্ঞা

অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

একটি নাটক । নাটক তো নয় একটি কাণ্ড।

কান্ডটির মূলে পটভূমি। সেই ভূমিতে শত শিকড়ের বিস্তার। সেই শিকড়গুলি ধরে মূলে পৌঁছতে হবে। মূলে পৌঁছলে কাণ্ডটি অর্থাৎ নাটকটি ঘিরে যতো কথা সবই ঠিক ঠিক বোঝা যাবে।

জীবনযাপনে নানা উদ্যোগ বিচিএ ঘটনাবহুল হয়ে ওঠে, নানা ভাব ও চিন্তা প্রকাশিত রূপে ইতিহাস তৈরী করে। পরস্পর বিরোধী চিন্তা ও প্রবৃত্তির ত্রিয়া প্রতিত্রিয়ার সংঘাত ও অভিযোজনে ইতিহাসের গতি। বহির্জগতের ঘটনায় এবং অন্তর্জগতের আবেগের দ্বন্দময় রূপ ও তার পরিণতি নাটকের বিষয়বস্তু। তাই দেখা যায় দেশ ও সমাজের কামনা বাসনা ও চেতনা অনুযায়ী প্রথমে দেবদেবীর লীলাময় কাহিনী, পরে রাজা -রাজড়াদের সদম্ভ স্বেচ্ছাচার, রাজতন্ত্র- সামন্ততন্ত্রের স্তর পেরিয়ে অভিজাততন্ত্রের স্তরে পৌঁছে সেই অভিজাতদের কীর্তি-কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে । আলোচ্য নাটকটি সেই সময়ের ।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে অবিভক্ত বাঙলায় বণিক ইংরেজ মানদণ্ড ছেড়ে ত্রমে ছলে-বলে-কৌশলে রাজদণ্ড হস্তগত করার ফলে যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় তার পরিণামে এদেশে শুধু যে এক নতুন বিদেশী শাসনব্যবস্থার পত্তন হয় তা' নয়, ধীরে ধীরে দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিকাঠামোতেও নানা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে । সেইসব পরিবর্তনের সঙ্গে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় নতুন কাউন্সিল ও সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা এবং ১৭৯৩তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর্বতন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নতুন যে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হলো তাঁদের অনেকেই গ্রামের বাস তুলে শহরে ইংরেজ শাসকদের অনুগ্রহ লাভের লোভে বৃটিশ ভারতের রাজধানী (১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে থেকে স্বীকৃত) কলকাতা মহানগরীতে বসবাস করতে থাকেন । জমিদার শ্রেণীর পাশাপাশি এই শতকের শেষার্ধে কলকাতায় দেশীয় দেওয়ান-বেনিয়ান --মুৎসুদ্দি শ্রেনীরও উদ্ভব হয়। বাঙালী সমাজের এই নতুন বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নানা কারণে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। জ্ঞান অর্জন ছাড়াও শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে চিরাচরিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার আশায়, নতুন আইন-কানুন ও বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এবং বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায় ও অন্যান্য বৈষয়িক লেনদেনের প্রয়োজনে অ্যাটর্নি-ব্যারিষ্টার-অ্যাডভোকেট -অধ্যাপক-সরকারী বা সওদাগরী দপ্তরের পদস্থ কর্মী ইত্যাদি শ্রেণীর দেশীয় জনে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হতে থাকে । পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ঊনিশ শতকে বাঙলার ধনী ও মধ্যবিত্ত সচ্ছল নাগরিক জীবনে পাচাত্য ভাবধারার ত্রমপ্রসার ঘটতে থাকে । একদিকে কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক দাসত্ব ,বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব এবং প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অন্যদিকে ধর্মীয় উৎসবেও ধনী বাঙালীর বাসভবনে সামাজিক ব্যভিচারে প্রশ্রয় , সাহেব-সুবো নিয়ে গোমাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, বাই-নাচ -- এমন কি ভারতের স্বাধীনতা-লুণ্ঠনকারী এবং বাঙলার সর্ব নাশক ক্লাইভের জন্য বাঙলার সমাজপতিদের ঘরে আপ্যায়নের ঢালাও আয়োজন আবার তারই পাশাপাশি পাচাত্য শিক্ষা প্রসারে মনোযোগ ও অর্থ সাহায্য দান--এসব লক্ষ্য ক'রে বলা যায় যে সে কালটা ছিলো পরস্পর ভাবধারার সংঘাত ও মিশ্রণের যুগ। দেশীয় ঐতিহ্য আর অধিকাংশ দেশীয় প্রথার সম্পর্কে ভক্তির পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতি কিছুটা মোহও তাঁদের ছিলো --সেজন্যই তাঁদের জীবনে ও আচার অচরণে দেখা দিয়েছিল বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির নাটকীয় বিরোধ।

অন্যদিকে সেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরে ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশ নীতি ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে জাতিগত বৈরীতা ত্রমেই গভীর হয়। এই বিদ্রোহ দমনের পরে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার তুলে নেওয়া হয়। বৃটিশ বা ইংরাজ শাসিত ভারতের ওপর ইংরাজ সরকারের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞীরূপে ঘোষণা করা হয়। এদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটলো। ভারতবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ত্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি

দিলেন মহারানী । ১৮৫৭-তে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আবার কেড়ে নেওয়া হলো । তবে এই কেড়ে নেওয়ার হুকুম দীর্ঘস্থ ায়ী ছিলো না। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনর্জ্জীবন আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়। ক্রমে তা' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। অন্যদিকে শাসক ইংরাজ নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদেরবিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। এভাবে তাদের নতুন অঙ্কুরিত জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবে এই আন্দোলনে উচ্চবিত্তের একাধিপত্য চলতেই থাকে।

পশ্চাৎপটে ইংরাজের শাসনকালে রাজ-সমাজ-অর্থ-নীতির সংক্ষিপ্তত ইতিহাসটুকু রেখে একটি নাটক বা প্রহসন "গজ াপনন্দ ও যুবরাজ " বা 'গজদানন্দ' বা "হনুমান-চরিত্র " ঘিরে ইংরেজ শাসকের যে নিষেধ-বিধি প্রথমে এদেশে বলবৎ হয় সেই প্রসঙ্গের অবতরণা করা যায়।

(২)

তখন গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক কলকাতা থেকে ভারত সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স ম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার যুবরাজ পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ এলেন কলকাতায়। তাঁর বড়ো সাধ হলো বাঙালি পরিবারের মহিল ামহল সন্দর্শনের। অনুমান করা যায়, এই সুযোগে বাঙলার অভিজাতদের মধ্যে কে বা কারা সবার আগে যুবরাজের তথা ইংরাজ শাসকের অনুগ্রহ লাভ করে আখের গোছাবেন। এ প্রতিযোগিতায় জয়ী হলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত অ্য াডভোকেট জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৮২১-১৮৯২)। তিনি তাঁর ভবানীপুরে বকুলতার বাড়িতে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জান ানোর দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। জগদানন্দের সহধর্মিণী ও কুল কামিনীরা শাঁখ বাজিয়ে উলুধবনি দিয়ে ভারতীয় প্রথায় যুবরাজকে বরণ করেন।

এমন এক অভূতপূর্ব ঘটনায় বাঙালি সমাজে সাড়া পড়ে গেলো । মুখরোচক কথাবার্তায় মুখর হল পথ-ঘাট-অন্দর মহল । পত্রপত্রিকায় কলমচিরা বিস্তর লেখা-লিখি শু করলেন। পত্র ও প্রতিবাদী পত্রে দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠ াগুলি আন্দোলনের ভূমিকা রচনায় বড়ো সহায় হলো । কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৯০৩)-এর কলমে ব্যঙ্গ কবিতা সুতীক্ষ্ণ তীরের মতো অব্যর্থ হলো । হেমচন্দ্র ছিলেন একাধারে সুকবি ও দক্ষ আইনজীবি । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এল, এল ডিগ্রি লাভ করে হাইকোর্টে ওকালতি শু করেন , পরের বছর তিনি মুন্সেফ হন । ১৮৬৬তে বি এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন । ১৮৯০তে সরকার পক্ষের উকিল পদে যোগ দেন । পেশার দিক খেকে তিনি জগদানন্দের প্রতিযোগী। একই পেশায় নিযুক্ত থাকাটা ব্যঙ্গ কবিতাটি রচনার অন্যতম কারণ হতে পারে । দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কবির ইংরাজ যুবরাজ - বিরেধী মনোভাবও রচনায় সহায়ক হয়ে থাকতে পারে । যে কবি স্বদেশপীতি মূলক কবিতা রচনা ক'রে দেশবাসীকে জ াতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য লেখেন 'ভারত সঙ্গীত' ঃ

" বাজ্ রে শিঙা, বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

সেই কবি হেমচন্দ্র জগদানন্দের বাসভবনে যুবরাজের অভ্যথর্না নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক 'বাজিসাৎ' কবিতায় লিখলেন ঃ

"পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে ।।
কোথায় কৈশবী দল ? বিদ্যাসাগর কোথা ?
মুখুর্য্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোতা ।।
.....
ধন্য হে মুখুর্য্যে ভায়া বলিহারি যাই ।
বড় সাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব "সি এস,আই ।।"
হেদে ও. সহরবাসি আর কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে ?

দেখ না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ।।

.....

আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণ চাপ---
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ ।।

.....

কোন শাস্ত্রে লেখে বল বাম্নের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে ।।

.....

আমি স্বদেশবাসি ---আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে?

.....

কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক ।
পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলুর চাক।।
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন ।
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন ।।"

এখানে কবি আর স্বদেশপ্রেমী ভারতীয় নন- ইংরেজের চাটুকার না হয়ে তিনি হিন্দু হয়ে কোন্দলে নামলেন আর এক ভারতীয়ের বিদ্ধে এমন ভাবে , এমন ভাষায় যা হয়তো যথার্থ কারণে হলেও শোভন হয়ে উঠতে পেরেছে কি না বিচার্য । নতুন জাতীয়তাবোধ আর পুরানো সংস্কারে মধ্যবিত্তের সংঘাত লক্ষণীয় ।

(৩)

কয়েকমাস যেতে না যেতে জগদানন্দ মুখোপ্যাধায়ের যুবরাজ বরণ ও বন্দনা নিয়ে একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করা হলো ১৮৭৬খৃষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি , গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস(১৮৪৮-১৮৯৫) । তাঁর সঙ্গে নাট্য নির্দেশক ছিলেন অপ্রতিরথ রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ব্যক্তি জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে লেখা ব্যঙ্গ নাটক " গজানন্দ ও যুবরাজ "-এর রচিয়তার নাম জানা যায় না । সাহিত্য সংসদ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'অভিনয় -অভিধানে'ও প্রহসন" --লেখকটির নাম পাওয়া গেল না । ১৮৬০ ও প্রকাশিত 'নীলদর্পণ ' নাট্যকারের নামও 'কেনচিৎ পথিকে নাভি প্রণীতং' লিখে আড়ালে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তবে দুটি নাটকের উদ্দেশ্য একই ছিলোনা।

প্হসনটি অভিনীত হয় 'সরোজিনী' নাটকটি অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই । যেমন নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞাপিত ছিলো ঐ তারিখের Statesman পত্রিকায় ---

"GREAT NATIONAL THEATRE
THIS DAY
Saturday, 19th February 1876
FOR THE FOURTH AND LAST TIME
That established Favourite
SAROJINI ;
To conclude with the new Farce
GAJANANDA AND THE PRINCE !!
COME, *Yemen of the long robe !! [* সঠিক বানান Yeoman - লেখক]
Play commences at 8 P.M "

এর চারদিন পরে আবার প্রহসনটির অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ঐ Statesman পত্রিকাতেই -

" GREAT NATIONAL THEATRE

This day , 23 rd February 1876
FOR THE BENEFIT OF BABOO
AMRITA LAUL BOSE
(MANAGER , G. N. THEATRE)
That ever charming Opera
SATI-KI-KALANKINI
To conclude with that new side–splitting farce
GAJADANUNDA
The beneficiare is also a favourite commedian, and
Deserves the kind patronage of the public.''

এই বিজ্ঞাপনটি পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনের কিছুটা পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত। এখানে প্রহসনটি 'গজানন্দ ও যুবরাজ ' নামে নয় , 'গজদানন্দ ' নামে প্রচারিত ওঅভিনীত । এরপরই কলকাতার পুলিশ এর পুনর ভিনয় বন্ধ করে দিল । অভিযোগ ঃ এই প্রহসনটিতে একজন রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে । কিন্তু ঐ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬-এর তিন দিন পরে নাটকের নাম পরিবর্তন করে Statesmanপত্রিকাটিতেই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ঃ

''GREAT NATIONAL THEATRE

THIS EVENING
Saturday, 26th Feb , 1876
A NEW WORK BY AN ABLE HAND
THE PRINCE OF KARNATAKA.
''To conclude with that Brilliant Farce
HANUMAN –CHARITRA!
An English speech by the Director!!
Genuine Britons are most respectfully invited to attend''
SONGS! SONGS!! SONGS!!!
By Srimati Sukumari Dutta and others''

পুলিশের আদেশে এই 'কর্ণটকুমার ' ও হনুমান চরিত্র'নাটকদুটির পরবর্তী অভিনয় বন্ধ হলো । তবু আরেকটি নতুন প্রহসন রচিত ও অভিনীত হলো একই বছরে ।

১ মার্চ । উপেন্দ্রনাথ দাসের বেনিফিট নাইট উপলক্ষ্যে তাঁরই লেখা নাটক সুরেন্দ্র-বিনোদিনী-র সাথে এবার পুলিশকে ব্যঙ্গ করে লেখা নতুন প্রহসন The Police of Pig and Sheep মঞ্চস্থ হলো। অভিনয়ের শেষে উপেন্দ্রন াথ Actressপ্সঙ্গে ইংরাজি ভাষায় বক্তব্য রাখেন । Statesmanপত্রিকায় সেদিন যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তা হলো ঃ

GREAT NATIONAL THEATRE
This day, Wednesday, 1st March, 1876
For the benefit of Baboo Upendra Nath Dass
Director, Great National Theatre
SURENDRA – BINODINI
To conclude with a New Farce
" THE POLICE OF PIG AND SHEEP''!!
A long Railway Train on the Stage!!
An Enghlish Speech by the Director on "Actress''

কিন্তু ২৯ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ অভিনয়ের ঠিক আগের দিন জারি হয়ে গেছে একটি অর্ডিন্যান্স । জারি করেছেন গর্ভনর জেন ারেল লর্ড নর্থব্রুক । Indian Mirror পত্রিকাটি অর্ডিন্যান্সটিকে সমর্থন করলেন । রাজভক্ত পত্রিকাটিতে লেখা হলো ঃ

A GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY was issued last evening containing an Ordinance to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to public interest…..

We need hardly say that the Ordinance is issued consequent on the performance of that scandalous farce , entitled “Gajanund” on the stage of a disreputable Native Theatre in Calcutta. All honour to Lord Northbrook for the prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency. The Ordinance shall remain in force till May next by which time a law will be passed by the Vice regal Council on the subject.'' [১লা আগষ্ট ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে প্রথম প্রকাশিত]

তখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কতৃপক্ষ কি আর করেন, নিপায় হয়ে ৪ মার্চ তারিখে ‘সতী কি কলঙ্কিনী’ গীতিনাট্যের স াথে ‘উভয় সঙ্কট’ নামে ভিন্ন একটি প্রহসনও অভিনয় করলেন । কিন্তু বিদেশী শাসকের পুলিশ তবু ছাড়লো না । অভিনয় যখন জমে উঠছে ঠিক তখনই রসভঙ্গক’রে তৎকালীন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ল্যাম্বার্ট সাহেব তার বাহিনী নিয়ে হাজির । পুলিশের অভিযোগ ঃ ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ নাটকটি, যেটি এঁরা আগে অভিনয় করেছেন, সেটি অলীল। তাই অলীলতার দায়ে ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস , ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং দুইপ্রধান অভিনেতা মতিলাল সুর আর অমৃতলাল মুখে াপাধ্যায় (বেলবাবু)কে গ্রেপ্তার করা হয় । লালবাজার পুলিশ কোর্টে পেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পি, ডি, ডিকেন্সের এজল াসে বিচার শু । দু-দিনেই বিচার পর্ব শেষ । ৮ মার্চ রায় দিলেন ডিকেন্স সাহেব । অভিযুক্ত উপেন্দ্রনাথ এবং অমৃতলাল দুজনে দোষী সাব্যস্ত হলেন । এঁদের বিনা শ্রমে একমাসের কারাদন্ডের আদেশ দিলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট । আর বাকি দুজন মতিলাল ও বেলবাবু বেকসুর খালাস হলেন ।
ঐ রায় বার হবার পরদিনই ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিদ্ধে হাইর্কোটে আপিল করা হয় । সেদিন ৯ মার্চ দুই বিচারপতি ম ার্কবির এবং ফিয়ার সাহেবের এজলাসে শুনানি আরম্ভ হলো । আসামীদের পক্ষে ছিলেন তিনজন আইনজীবি। একজন ইউরোপীয় --ব্রানসন সাহেব । অন্য দুজনের মধ্যে রয়েছেন মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬)। ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠ াকুরের সাহায্যে ১৮৬১ খ্রীষ্টব্দে Indian Mirrorপ্রত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠ াকুরের সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পড়ার জন্য বিলাত যান, কিন্তু সে পরীক্ষায় বিফল হয়ে ব্যারিস্টার হন । জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠ াকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার হলেও তিনি কোনদিন ভারতে না ফেরায় মনোমোহনই ‘পথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার’ রূপে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন । তিনি একাধিক মামলায় বৃটিশ শাসককুলের চরিত্র উদ্‌ঘাটন ক’রে নির্দোষ ভারতীয় প্রজাসাধারণকে রক্ষা করে খ্যাতিমান হন । দ্বিতীয়জন তারকনাথ পালিত (১৮৩১-১৯১৪)। হিন্দু কলেজে প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী । ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আইন ব্যবসায় যশস্বী হন।

যা হোক, এই তিনজন কৃতি আইনজীবির পরিচালনায় মামলায় জয় হয়। এগারো দিন পরে ২০ মার্চ , ১৮৭৬ বিচারক দুজন তাদের রায় ঘোষণা করেন । ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নাটকটির বিদ্ধে অলীলতার অভিযোগ টিঁকলো না। উপেন্দ্রনাথ দ াস ও রসরাজ অমৃতলাল বসু সসম্মানে মুক্তি পেলেন ।

তাঁরা মুক্তি পেলেন ঠিকই; তবু বাঙলা নাট্য অভিনয়ে আইনের শিকল পরানো হলো । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসেই অ াইন সচিব হবহাউস সাহেব Dramatic Performances Control Bill -এর যে খসড়া কাউন্সিলে পেশ করলেন তা ঐ বছরের শেষাশেষি THE DRAMATIC PERFORMANCES CONTROL ACT OF ১৮৭৬ নামে আইনে পরিণত হলো ।
ভারতীয় নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের স্বাধীনতা তখন থেকে রইলো না আর। বিদেশী ইংরাজের শাসনমুক্ত হয়েছে ভারত। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পরে সেই বিদেশী শাসকের আইন কি আজও অপরিবর্তিত?